দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলের নিবন্ধন আগামী মাসে শুরু

।। জাফর ওয়াজেদ ।।

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধীকরণের (রেজিষ্ট্রেশন) ওপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। আগামী মাস থেকে এই নিবন্ধীকরণ শুরু হবে। পাশাপাশি নিবন্ধীকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাথাপিছু মাসিক ভাতা প্রদান বহাল থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মন্ত্রণালয় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর আগে উল্লেখিত দু'টি বিষয়ে সংসদে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন ও আলোচনা করা হয়েছিল।

গত মাসে সংসদ ভবনে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দিন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে ব্যাপক আলোচনার পর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নিবন্ধীকরণের বিষয়ে সরকারী যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, আগামী মে মাসের মধ্যে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো নিবন্ধীকরণের কাজ শেষ হবে। দেশে ৫ হাজার ৭শ' ৩৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধীকরণ বাকি রয়েছে। এ পর্যন্ত নিবন্ধীকরণ হয়েছে ৮ হাজার ৭শ'টি বিদ্যালয়। দেশের মোট ১৫ হাজার ৭শ' ৮টি ইবতেদায়ী মাদ্রাসার মধ্যে এপর্যন্ত নিবন্ধীকৃত হয়েছে ১ হাজার ৮শ' ৩১টি। অবশ্য চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেসরকারী প্রথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের কোন প্রস্তাব রাখা হয়নি।

'৯১ সালের ৩৭১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধীকরণের পর নতুন করে আর কোন নিবন্ধীকরণ হয়নি সরকারী নিষেধাজ্ঞার

প্রাইমারী : পৃঃ ৬ কঃ ৪

প্রাইমারী : নিবন্ধীকরণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কারণে।

সংসদীয় কমিটির বৈঠকে আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, নয়া নিবন্ধীকৃত বেসরকারী বিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষকের প্রত্যেককে আগামী জুলাই মাস হতে প্রতি মাসে মাথাপিছু ৫শ' টাকা করে ভাতা প্রদান করা হবে। আর নিবন্ধীকৃত ৮ হাজার ১শ' ১৯টি বিদ্যালয়ের ৪ জন করে শিক্ষকের ক্ষেত্রে বর্তমানে ৫শ' টাকা করে যে ভাতা দেয়া হচ্ছে, তা বহাল থাকবে। এর আগে এই ভাতা বাতিল করার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চিন্তা-ভাবনা করছিল। এর আগে যে ৬শ' বিদ্যালয় নিবন্ধীকরণ করা হয়েছে, সেসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুরূপ ভাতা আগামী জুলাই মাস থেকে দেয়া হবে। তবে যেসব বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ী মাদ্রাসার নিবন্ধীকরণের সময়কাল পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের ক্ষেত্রে আগামী ৯৪ সালের জুলাই থেকে এই ভাতা ৫শ' টাকার স্থলে ১ হাজার টাকা করা হবে। নিবন্ধীকৃত বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এই ভাতা বাবদ চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ রয়েছে ১৬ কোটি ৮০ লাখ টাকা এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তা প্রদান করা হয়েছে।

গত বছরের জুলাই মাসে সংসদে আওয়ামী লীগের আবদুল মিয়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাথাপিছু মাসিক ভাতা ৫শ' টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। প্রস্তাবের সমর্থনে গণতন্ত্রী পার্টির সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এই ভাতা প্রদানের জন্য দাবি করে বলেছিলেন এসব বিদ্যালয় নিবন্ধীকরণে কোন বাধা থাকতে পারে না। অন্যান্য অনুৎপাদন খাত থেকে অর্থ এনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এগুলো নিবন্ধীকরণ করে ভাতা দেয়া হোক। আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমদও তা সমর্থন করেন। তবে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ সংক্রান্ত প্রস্তাব না থাকা ও বাজেট বরাদ্দ না থাকায় তা সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করেছিলেন। পরবর্তীতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে ব্যাপক আলোচনার পর সরকারী দলের পক্ষ থেকে নয়া সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সংসদীয় কমিটির বৈঠকে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আরো যেসব সুপারিশ করা হয় সেগুলো হচ্ছে, যেসব বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তা অবিলম্বে ঘোষণা এবং দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অথচ ভাতা দেয়া হয় না এমন উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী কলেজগুলোর জন্য এই ভাতা প্রদান।

সূত্রমতে, সংসদীয় কমিটির সুপারিশমালা অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিবন্ধীকরণের কজ আগামী মাস থেকে শুরু করছে এবং শিক্ষকদের ভাতা প্রদানের ব্যাপারে আগামী বাজেটে অর্থবরাদ্দের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে।